২৬-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান রত্নের যত দান করবে খাজানা বা ভান্ডার ততই ভরতে থাকবে, বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে, খুব ভালো ভাবে ধারণ করতে পারবে"

প্রশ্নঃ- যে আত্মাদের ভাগ্যে বেহদের সুখ নেই, তার লক্ষণ কি ?

উত্তর :- তারা জ্ঞান শুনবে কিন্তু এমন যেন উল্টো করা কলসি। বুদ্ধিতে কিছুই টিকবে না। ভালো ভালো বলবে, প্রশংসা করবে। বলবে সবাইকে এই জ্ঞান শোনানো উচিত, এই পথ খুব ভালো। কিন্তু নিজে এই পথে চলবেনা। বাবা বলেন এও ভাগ্য। বাচ্চারা তোমাদের কর্তব্য হল সার্ভিস করা। হাজার হাজারকে শোনাতে থাকো। প্রজা তো তৈরি হবেই। মাতা পিতার ন্যায় বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করো। জ্ঞানকে ধারণ করে নিজের মতন পরিণত করতে থাকো ।

গান : ভাগ্য উদয় করে এসেছি ....।

ওম্ শান্তি । ভাগ্য সর্বদা দুই প্রকারের হয়। এক সৌভাগ্য, দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য। একটি সুখের দ্বিতীয়টি দুঃখের। ভারতের সুখের ভাগ্যও আছে তো দুঃখের ভাগ্যও আছে। ভারত-ই সুখধাম ছিল, ভারত-ই দুঃখধাম হয়েছে। বাড়ি নতুন তখন ভাগ্য ভালো। পুরানো হলে ভাগ্য খারাপ । ভারত-ই নতুন ছিল , এখন আবার পুরানো হয়েছে। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো , দুনিয়া জানে না। তোমাদের এইসব কথায় আকৃষ্ট করা হয় যে বাচ্চারা তোমরা কর ভাগ্যবান ছিলে। দেবী দেবতারা বিশ্বের মালিক ছিল , এখন নেই। সৌভাগ্য এখন দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে। সৌভাগ্য কখন এবং কিভাবে হয় , এইসব বুঝবার কথা। একমাত্র বেহদের বাবা এই কথা বোঝাতে পারেন। ভারতের ভাগ্য উঁচুতে কবে ছিল ? যখন স্বর্গ ছিল। এখন হয়েছে দুর্ভাগ্য। গায়নও আছে হে পতিত পাবন এসে আমাদের ভাগ্য পবিত্র করো। ভারত যখন পবিত্র ছিল তখন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ছিল। এখন সেই ভারত পতিত হয়েছে কারণ বিকারগ্রস্ত । বিকারী ও নির্বিকারী দুই রকমই হয়। আমরা যদি এই সময়ে নির্বিকারী হব তাহলে দেবতায় পরিণত হব। এখন বাবাকে আহবান করতে থাকে। কুম্ভের মেলায় নিশ্চয়ই গায়ন করে-- পতিত-পাবন সীতারাম .... । পতিত পাবনী কোনো নদী নয়। মানুষের ভাগ্য খারাপ হলে পাথর বুদ্ধি হয়ে যায়। এই হল দুঃখ ও সুখের খেলা। দুঃখ কে দেয় ? সুখ কে দেয় ? দুটি ছবি খুবই বিখ্যাত। সুখের জন্য পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। হে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাবা কখনও দুঃখ দেন না। তারা ভাবে ভগবান-ই সুখ দুঃখ প্রদান করেন। বিন্দু মাত্র কথা কেউ বোঝেনা। এখন বাবা তোমাদের পারস বুদ্ধি করেছেন। বুদ্ধির তালা খুলেছেন। তোমরা জানো সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে। সৃষ্টি পুরানো হয় তখন দুঃখ বাড়ে। এখন তোমরা তিনটি চোখ পেয়েছ। তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো যখন পতিত পাবন আসুন বলে গান গাও তাহলে নদীর তীরে গিয়ে কেন বস ? এই যজ্ঞ জপতপ ইত্যাদি করা , বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া সবই হল ভক্তি মার্গ। বাবা বলেন -- এই সবের দ্বারা আমায় প্রাপ্ত করতে পারবেনা। যখন তোমাদের ভক্তি পূর্ণ হয় তখন আমি এসে সদগতি প্রদান করি। যোগেরও জ্ঞান চাই। পবিত্র হওয়ার জন্যেও জ্ঞান চাই। শাস্ত্র পাঠ করে পবিত্র হওয়ার কথাই নেই। বিবেক বলে ভারত যখন পবিত্র ছিল , সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল তখন বিত্তশালী ছিল। এমন বিত্তবান ও পবিত্র কে করে ? তাহলে গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হয়েছ নাকি শাস্ত্র পাঠ করে ? এইসব তো তোমরা অনেক করেছ

তবুও ডেকেছ হে পতিত পাবন আসুন। যখন পতিত দুনিয়ার সময় পুরো হবে তখনই বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করবেন। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ , পতিত দুনিয়া হল কলিযুগ। এই কথা কেউ বোঝেনা যে কেবল এক পরমাত্মা হলেন পতিত পাবন। গায়ন আছে পতিত পাবন সীতারাম ... তার অর্থও বাবা-ই বোঝাচ্ছেন যে সকল সীতাদের রাম হলেন এক পরমাত্মা। বলা হয় সকলের দাতা রাম। দাতা অর্থ কি ? তাও বুঝতে পারেনা। বাবা বলেন সকলের দাতা রাম হলেন একমাত্র নিরাকার। বুদ্ধিতে একেবারে তালা লেগে আছে। বুদ্ধিতে বসে না। সত্যযুগে সবাই হয় পারস বুদ্ধি , নাম-ই হল পারসনাথ , পারসপুরী। তোমরা বাচ্চারাও এখন পারসনাথে পরিণত হও। আত্মা গোল্ডেন এজ হয়। এখন বুদ্ধি হল আয়রন এজ। গোল্ডেন এজ বুদ্ধি সুখ ভোগ করে, আয়রন এজ বুদ্ধি দুঃখ। মানুষের বিষের জন্যে (কাম বিকার) অশান্তিতে থাকে। পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে দেখো কত হাঙ্গামা করে। গায়ন আছে কংস , জরাসন্ধ , দুঃশাসন, পুতনা , সূর্পনখা .... এরা সবাই অতীতের কথা কাহিনী । এইসব নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগের গায়ন । সঙ্গমের প্রতিটি কথার গায়ন আছে। বাবা বলেন -- আমিও পতিতদের পবিত্র করতে একবার-ই আসি। তোমরা জানো যে বাবার পেশা -ই হল পতিতদের পবিত্র করা। বাবা হলেন রচয়িতা সুতরাং নতুনের রচনা করবেন। রাবণ পতিত করে , বাবা পবিত্র করেন। ওঁনারযথার্থ নাম হল শিব। শিবরাত্রিও পালন হয়। রাত্রির অর্থও তোমরা বুঝতে পারো। বাবা আসবেন তখন যখন ভক্তি অর্থাৎ রাত্রি পূর্ণ হয়ে দিবসের আগমন হবে।

বাবা বলেন বাচ্চারা পবিত্র হও। এখন ফিরে যাওয়ার সময়। সত্যযুগ ছিল এখন আবার চক্র রিপিট হবে। বাচ্চারা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তর করি। দেবতারাও মানুষ ছিল অন্য কোনো তফাৎ ছিলনা। শুধু তারা গৌর বর্ণ অর্থাৎ পবিত্র ছিল এবং এখনকার মানুষ হল শ্যাম বর্ণ অর্থাৎ পতিত। ভারত গোল্ডেন এজেড ছিল , এখন হয়েছে আয়রন এজেড। আত্মাতে খাদ পড়ে গেছে -- সেসব বেরোবে যোগ অগ্নি দ্বারা। আগে মন্মনাভব শব্দ পাঠ করা হত। অর্থ জানা ছিলনা। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাতে হবে , কিন্তু ওঁনার স্বরূপ জানা না থাকলে যোগ লাগবে কিভাবে। বলা হয় পরমাত্মা হলেন নাম রূপ বিহীন তাহলে যোগ লাগাবে কার সঙ্গে ? ভগবানুবাচ -- মন্মনাভব। দেহের অভিমান ত্যাগ কর , নিজেকে আত্মা ভাবো। আত্মার রূপ কি ? বলা হয় আত্মা হল স্টার, ভ্রুকুটির মধ্যিখানে বিরাজিত। তাহলে আত্মার পিতারও এই রূপ-ই হবে। ওনাকে আবার নাম রূপ বিহীন বলা হয়। পিতার সম্বন্ধে বলা হয় তিনি হলেন ব্রহ্ম, অখন্ড জ্যোতি তত্ব। ব্রহ্ম তো অনন্ত । যেমন আকাশের কোনো অন্ত নেই। আচ্ছা, যদিও বা অন্ত পেয়েও যায় , তবুও তার দ্বারা মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হবেনা। মুক্তি জীবনমুক্তির অর্থও তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। দুনিয়া তো কিছুই জানেনা। গায়নও করে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি হলেন সত্য, চৈতন্য, পতিত পাবন , নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়াতেই আসবেন। তোমরা বোঝাও যে যখন জ্ঞান আছে তখন ভক্তি হতে পারেনা। জ্ঞান হল দিন , সত্যযুগ - ত্রেতা যুগ। ভক্তি হল রাত। জ্ঞানের সাগর হলেন পরম পিতা পরমাত্মা , জল নয় -- এই কথাটি সবাইকে বোঝাতে হবে। সম্পূর্ণ ভারতকে কিভাবে সংবাদ দেওয়া যায় তারই জন্যে বাবা ভালো ভালো যুক্তি বলে দেন। মেলা তো বাস্তবে আত্মা ও পরমাত্মার গায়ন রয়েছে। পরমাত্মা হলেন একজন-ই। পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী -- এর কোনো হিসাব নেই। বাবা স্বয়ং এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। দুঃখে স্মরণ সবাই করে। কত চিৎকার কত আর্তনাদ করে। জিজ্ঞাসা করো এইসব কবে থেকে করছ ? বলবে পরম্পরা থেকে । তাহলে পবিত্র তো কেউ হয়নি বরং আরও পতিত হয়েছে।

তোমার বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে। জ্ঞানকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন। বিষ্ণুর দিন বলা হয়না কারণ জ্ঞান তো এখনই প্রাপ্ত হয়। দিন প্রতিদিন পয়েন্টস রিফাইন হয়ে বেরোচ্ছে। জীবনমুক্তি হল সেকেন্ডের কথা, তারপর বলে জ্ঞানের সাগর , যতই লিখে যাও এর কোনো অন্ত নেই। বাবা যখন বুঝিয়ে পূর্ণ করেন তখন পরীক্ষাও পূর্ণ হয়। শুরু থেকে কত শুনে আসছ। গীতা তো খুব ছোট করে দিয়েছে। কত জ্ঞানের কথা রয়েছে। বোঝানো খুব সহজ। নিশ্চয়ই সত্যযুগে একটি ধর্ম ছিল। এখন তো অনেক ধর্ম হয়েছে। কত হাঙ্গামা। নিজেদের মধ্যেই কত হাঙ্গামা হয়েছে। একটি ধর্ম ছিল তখন লড়াই ইত্যাদি ছিলনা, সুখ ভরপুর ছিল। চক্রের রহস্য এখন বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নাও। চক্র রিপিট হয়। এখন তোমরা তম প্রধান থেকে সত প্রধান হচ্ছ , যোগবল দ্বারা। তোমরা এখন আস্তিক হয়েছ। ত্রিকালদর্শীও হয়েছ। দুনিয়ায় আর কেউ রচয়িতা ও রচনাকে জানে না। তোমরা বাচ্চারাই জানো কিন্তু ধারণা করে অন্যদের বোঝাও না তাই পয়েন্টস ভুলে যাও। একটি পয়েন্ট বুদ্ধিতে না ঢুকলে দ্বিতীয়-টিও ঢুকবেনা। দান করলে খাজানা বা ভান্ডার ভরবে। বিচার সাগর মন্থন চলবে। কিভাবে কাউকে বোঝানো যায়। ভক্তির মহিমা তখন থাকে যখন জ্ঞান থাকেনা। যারা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকে তাদের বুদ্ধিতে নেশা থাকে। নম্বর অনুযায়ী আছে তো। মহারথী হল সে , যে অন্যদের নিজের মতন পরিণত করতে থাকে। নলেজ ধারণ করে। তারা সেরূপ পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত করে। এই হল গুপ্ত পরিশ্রম। তোমরা বাবার আপন হয়েছ তাই বুঝতে পারো বাবার কাছে নিশ্চয়ই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হবে। সেখানে রাবণ থাকেনা। রাবণের রাজ্য একেবারেই আলাদা, রাম রাজ্যও আলাদা। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো যে রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদিতে সবকিছু এই সময়ের কথাই লেখা আছে। পুতুলের খেলা। বাবা বোঝান এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ হল তম প্রধান। শেষ হওয়ার মুখে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য বিদ্যমান আছে। বোঝানোর জন্যে অনেক যুক্তি দেওয়া হয়। বুঝবে তবুও কোটিতে কেউ, স্যাপলিং লাগছে অর্থাৎ ছাড়া গাছ লাগছে। যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই বেরিয়ে আসবে। হিন্দুরা আসলে হল দেবী দেবতা ধর্মের । বোঝাতে হবে তোমরা ভারতবাসীরা হলে দেবী দেবতা কুলের কিনা। দেবী দেবতাদের পূজা অর্চনা করা হয়। দেবতা ধর্ম হল তোমাদের ধর্ম। প্রথমে তোমরা দেবতা ছিলে, তারপরে ক্ষত্রিয় , বৈশ্য, শুদ্র হয়েছ। এখন তোমরা পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হও। আমরা বোঝাব ভারতবাসীদের। এখন স্যাপলিং লাগছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন কিভাবে আমি শুদ্র বর্ণ থেকে কনভার্ট করি। ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হবে। কত ভালো করে বোঝান হয়। তোমাদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে শাস্ত্র পড়েছ ? বলো, ভক্তিমার্গে শাস্ত্র সবাই পড়েছে, কিন্তু একমাত্র বাবা এসে সকলের সদগতি করেন , তবেই তো তোমরা ওঁনার আহ্বান কর যে হে পতিত পাবন আসুন। যুক্তি দিয়ে বোঝাও তাহলে নিশ্চয়ই বুঝবে। বোঝানোর জন্যে বাচ্চাদের মনে সাহস থাকা উচিত। ড্রামা তোমাদের দিয়ে সার্ভিস করিয়ে নেবে -- এমন দেখা গেছে । কল্প পূর্বেও অমুক এত পুরুষার্থ করে পদ লাভ করেছিল , বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির জন্যে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। যখন বাবার বর্সা প্রাপ্ত হয় তখন আমরা রাবণের বর্সায় হাত দেব কেন ? মিষ্টি মধুর হতে ক্ষতি কি । সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। এইটি হল রাজ যোগ -- নয় থেকে নারায়ণ হওয়ার অর্থাৎ রাজত্ব প্রাপ্তির যোগ।

বাবা বলেন আমি কল্প কল্প , প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এই হল উত্তরণ কলার যুগ। অন্য গুলি হল অবনমন কলার যুগ। অবনমন কলা ও উত্তরণ কলা হয়। এই চক্র বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা বসে বাচ্চাদের সঙ্গে অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন যে আমায় স্মরণ কর। এই অন্তিম

জন্মে পতিত হয়োনা তাহলে আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেব। তোমরা কি আমার কথা শুনবেনা ? তবেতো তোমরা বেহদের সুখও প্রাপ্ত করতে পারবেনা। তোমরা অন্তত এই জন্মে তো পবিত্র হও। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি , তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেব। বাবার কথাও শুনবেনা নাকি ? যে পুষ্পে পরিণত হবে তার জ্ঞানের বাণ লাগবে। ভাগ্যে না থাকলে শুনবে এমন ভাবে যেন উল্টো করা কলসি। প্রদর্শনীতে তোমরা কতজনকে বোঝাও , তারা ভালো ভালো বলে। বলবে এই পথ খুব সহজ , কিন্তু নিজে কিছু করবেনা। শুধু প্রশংসা করবে অন্যদের বলবে ভালো ভালো কিন্তু নিজে চলবেনা, ফল কি হবে। বলা হবে ভাগ্যে নেই। এমন আত্মারা প্রজা হবে। কিন্তু বাচ্চাদের মনে সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। হাজার হাজারদের শোনাতে হবে। বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির জন্যে মাতা পিতার ন্যায় পুরুষার্থ করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে খুব মধুর, সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। রাবণের বর্সায় হাত দেওয়ার দরকার নেই।

২) জ্ঞানকে ধারণ করে রুহানী নেশায় থেকে সার্ভিস করতে হবে। বেহদের সুখ প্রাপ্ত করতে বাবার প্রতিটি পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

বরদান :- যোগের কারেন্টের ভাইব্রেশন দ্বারা দূর্গ শক্তিশালীকারী যজ্ঞ রক্ষক হও।

ব্যাখা: যেমন ব্রাহ্মণ পরিবারের বৃদ্ধির চিন্তা কর, তেমনই এখন এই প্ল্যানও করো যে কোনো আত্মা যেন ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে দূরে না সরে যায়। দূর্গ এমন শক্তিশালী করো যে কেউ যেন দূরে যেতে না পারে। যেমন চারিদিকে বিদ্যুতের তার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় তোমরাও ঠিক সেভাবে যোগের ভাইব্রেশনের দ্বারা কারেন্টের তার লাগিয়ে দাও। যখন এই যজ্ঞের দূর্গকে নিজের যোগের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন দ্বারা শক্তিশালী করার সঙ্কল্প নেবে তখনই বলা হবে যজ্ঞ রক্ষক।

স্লোগান - জ্ঞানী আত্মা হবে সে যার কর্ম সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও স্থিতি হবে পুরুষোত্তম ।